কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননিয় বিচারক: **তীর্থঙ্কর ঘোষ, বিচারপতি।**

এসকে সোহেল আশিক বনাম স্টেট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল

সি. আর. আর - ২০২১-এর ১১২০, ২৮/০৪/২০২৩ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

ক্রিমিনাল পি. সি (১৯৭৪-এর ২) , ধারা ৪৮২— বিচার প্রত্যাহার - ধর্ষণের অপরাধ - অভিযোগ যে অভিযুক্ত, ডাক্তার যৌন নিপীড়ন করেছেন অভিযোগকারী নার্সকে বিয়ের অজুহাতে - অভিযোগকারী এবং প্রসিকিউশন সাক্ষীদের বক্তব্য যারা অভিযোগকারীর সাথে অভিযুক্তের সম্পর্ক সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বিশেষ করে তথ্যের বর্ণনার ক্ষেত্রে যে অভিযোগকারী নিজেই অভিযুক্তদের সাথে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছিলেন এবং শারীরিক সম্পর্কের পরেই বিবাহ সংক্রান্ত সমস্যাটি উত্থাপিত হয়েছিল - কার্যধারা বাতিল করা হবে।

(অনুচ্ছেদ 8)

উল্লেখিত মামলাঃকালানুক্রমিক পারস

এআইআর 2022 এসসি 3901:এ. আই. আর ২০২২ এস. সি (সি. আর. আই) ১১৫৪	প্যারা নং। (৪)
এ. আই. আর অনলাইন ২০২১ সমস্ত ২২১১	পারা নং। (৪)
এ. আই. আর ২০২০ এস.সি ৪৫৩৫এ. আই. আর অনলাইন ২০২০ এস.সি ৭৪৩	প্যারা নং (৭)
এ. আই. আর ২০১৯ এস.সি ৪০১০এ. আই. আর অনলাইন ২০১৯ এস.সি ৯০৪	প্যারা নং (৭)
এ. আই. আর ২০১৯ এস.সি ৩২৭২০১৯ এ. আই. আর এস. সি.ডব্লিউ ৩২৭	প্যারা নং (৭)
এ. আই. আর ২০১৯ এস.সি ১৮৫৭এ. আই. আর অনলাইন ২০১৯ এস.সি ৩০৩	প্যারা নং(৭)
এ. আই. আর ২০১৪ এস. সি (সাপোর্ট) ২৬১:২০১৩ এ. আই. আর এস.সি.ডব্লিউ ৫৪৫৫	প্যারা নং (৭)
এ. আই. আর ২০১৩, এস. সি ২০৭১:২০১৩ এ. আই. আর এস.সি.ডব্লিউ ২৯৮	প্যারা নং (৭)
এ. আই. আর ২০০৩ এস. সি. ১৬৩৯:২০০৩ এ. আই. আর এস.সি.ডব্লিউ ১০৩৫	প্যারা নং (৭

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনের পক্ষে সতদ্রু লাহিড়ী, সৈয়দ ওয়াসিম ফারুক; মিস জারিন এন খান, মো: প্রতিবাদী পক্ষে কুতুবুদ্দিন।

1. **আদেশঃ-ভারতীয় দণ্ডবিধির** ধারা ৪১৭/৩৭৬/৫০৬ এর অধীনে হাড়োয়া থানার মামলা নং ৪৬৭/২০ তারিখ ৩১.১২.২০২০ এর ধারাবাহিকতাকে চ্যালেঞ্জ করে বর্তমান পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনটি উপস্থাপিত করা করা হয়েছে এবং সেইসাথে এতে দাখিল করা চার্জশিটকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

2. হাড়োয়া থানার অফিসার-ইন-চার্জকে সম্বোধন করা অভিযোগের চিঠিতে অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযোগকারী ইভানাজ পারভিন একজন রাজারহাটের বাসিন্দা

অভিযোগ করেছেন যে অভিযুক্ত সোহেল আশিকের সাথে তার সম্পর্ক ছিল যে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, এবং তাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যায়।অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেশ কিছুদিন সহবাস করে।অভিযুক্ত বেশ কয়েকবার তার বন্ধুর মাধ্যমে তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিল এবং অভিযোগকারী তাকে বিয়ে করার জন্য চাপ দিলে সে তার ফোন নম্বর ব্লক করে দেয়।অভিযোগকারী অভিযুক্তের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে যখন অভিযুক্ত তাকে অবমাননাকর এবং নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করে, অন্য কোনও বিকল্প না থাকায় সে পুলিশ কর্তৃপক্ষকে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করে।

3. তদন্ত শেষ করে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ চার্জশিট জমা দেয়।তদন্তকারী কর্মকর্তা ১৫ জন সাক্ষীর উপর নির্ভর করেছিলেন, উক্ত পনেরো জন সাক্ষীর মধ্যে আটজন ছিলেন প্রতিবেশী এবং পরিচিত।বাকিরা ছিলেন দুইজন চিকিৎসক এবং পাঁচজন পুলিশ কর্মকর্তা।তদন্ত চলাকালীন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় ভুক্তভোগীর বিবৃতিও রেকর্ড করা হয়েছিল।

4. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী মিঃ লাহিড়ী বলেন যে, অভিযোগপত্রে যে অভিযোগগুলি তাৎক্ষণিক মামলার প্রথম তথ্য প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচিত হয়েছে, তা যদি সরকার পক্ষের দ্বারা নির্ভর করা দস্তাবেজগুলির সাথে তা প্রাথমিক ভাবে গ্রহন হয়, তবে এটি কোনও অপরাধ নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়, কারণ এই ক্ষেত্রে তারা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন এবং তাদের মধ্যে সম্মতিসূচক সম্পর্ক ছিল।বিজ্ঞ আইনজীবী সাক্ষীদের বক্তব্যের প্রাসঙ্গিক অংশ এবং অভিযোগকারীর বক্তব্যের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রার্থনা করেন যে প্রদত্ত তথ্যের সেটে কার্যধারা অব্যাহত রাখার অনুমতি দেওয়া উচিত নয় যা বর্তমান কার্যধারায় প্রকাশ করা হয়েছে তা চালিয়ে যেতে দেওয়া যাবে না এবং বাতিল করা উচিত।

সরকার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী কুতুবুদ্দিন এই ধরনের প্রার্থনার বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, শুরু থেকেই অভিযুক্ত কেবল বিয়ে করার প্রতিশ্রুতিই দেয়নি, অভিযোগকারীর কাছ থেকে অর্থও নিয়েছিল।বিদ্বান উকিলের মতে, তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত উপকরণগুলি এমন একজন ব্যক্তির ছবি চিত্রিত করেছে যার প্রতারণা করার এবং অভিযোগকারীকে ব্যবহার করার অভিপ্রায় ছিল।রাজ্যের বিজ্ঞ উকিল কেস ডায়েরি পেশ করেন এবং বলেন যে বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের কোনও সুযোগ নেই এবং বিচারের মামলাটিকে অবশ্যই তার যৌক্তিক উপসংহারে নিয়ে যেতে হবে।

5. উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আমিরুল মোল্লা, রেমন খান, হাবিবা বিবি, রেজাউল করিম, মহিবুল মোল্লার বক্তব্য বিবেচনা করেছি, প্রত্যেক সাক্ষী অভিযোগকারীর বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন এবং একজন সাক্ষী বলেছেন যে অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের মধ্যে সম্পর্ক ছিল এবং প্রায় 27.07.2020-তে

হোটেল রেড স্টোনে ছিলেন আতাউর রহমান, অভিযুক্ত সোহেল ও অভিযোগকারী ইভানাজ।সোহেল এবং ইভানাজ একটি আলাদা ঘরে থেকেছিলেন।কিছু দিন পর তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং অভিযুক্ত অভিযোগকারীকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে।আমি ফৌজদারি কার্যবিধির 164 ধারার অধীনে ভুক্তভোগীর বক্তব্যও বিবেচনায় নিয়েছি যেখানে ভুক্তভোগী বলেছিলেন যে প্রাথমিকভাবে অভিযুক্ত সোহেলের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল যে তাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, তবে সে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিছু দিন পরে তারা দুজনেই একটি হোটেলে গিয়েছিল যেখানে সে সোহেলের বন্ধু এবং তার বান্ধবীর সাথে দেখা করেছিল।সেখানে একটি পৃথক ঘরে অভিযুক্ত তাকে শারীরিক সম্পর্কের জন্য জোর করে, যার ফলস্বরূপ সে অভিযুক্ত সোহেলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং এই ধরনের শারীরিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকে।কিছু সময় পরে যখন অভিযোগকারী তাকে বিয়ে করার অনুরোধ জানায়, তখন অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে।অভিযুক্ত ফেসবুকেও হুমকি দিয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়েছিল। অভিযোগকারীর অভিযোগ, অভিযুক্ত বেশ কয়েকবার তাঁর কাছ থেকে টাকা নেয় এবং এড়িয়ে চলতে শুরু করে।অভিযোগকারী অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যাতে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

6. আমি অভিযোগের চিঠিতে অভিযোগকারীর সংস্করণের পাশাপাশি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা 164 এর অধীনে বিবৃতি বিবেচনা করেছি।আরও এগিয়ে যাওয়ার আগে অনুরূপ পরিস্থিতিতে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের কিছু নজির বিবেচনা করা বিচক্ষণের কাজ হবে।

7. প্রমোদ সূর্যভান পাওয়ার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (2019) 9 এস. সি. সি 608:(এ. আই. আর. **2019 এস. সি. 4010)** সুপ্রিম কোর্ট বিষয়টি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল, বর্তমান মামলার উদ্দেশ্যে উক্ত রায়ের প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপঃ

"10।যেখানে কোনও মহিলা 375 ধারার মূল অংশে বর্ণিত যৌন ক্রিয়াকলাপে "সম্মতি" দেন না, সেখানে ধর্ষণের অপরাধ সংঘটিত হয়েছে।যদিও 90 ধারা "সম্মতি" শব্দটিকে সংজ্ঞায়িত করে না, "সত্যের ভুল ধারণার" উপর ভিত্তি করে একটি "সম্মতি" আইনের চোখে সম্মতি নয়।

১২. এই আদালত বারবার বলেছে যে আইপিসি ৩৭৫ ধারার বিষয়ে সম্মতিতে প্রস্তাবিত আইনের পরিস্থিতি, কর্ম এবং পরিণতি সম্পর্কে সক্রিয় বোঝাপড়া জড়িত।একজন ব্যক্তি যিনি বিভিন্ন বিকল্প ক্রিয়া (বা নিষ্ক্রিয়তা) এবং সেইসাথে এই জাতীয় ক্রিয়া বা নিষ্ক্রিয়তা থেকে প্রবাহিত বিভিন্ন সম্ভাব্য পরিণতিগুলি মূল্যায়ন করার পরে কাজ করার জন্য যুক্তিসঙ্গত পছন্দ করেন, তিনি এই জাতীয় পদক্ষেপে সম্মত হন। ধ্রুবরম সোনার

[ধ্রুবরম মুরলিধর সোনার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য, (২০১৯) ১৮এসসিসি ১৯১:২০১৮ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৩১০০:(এআইআর ২০১৯ এসসি ৩২৭] যা ধারা ৪৮২ এর অধীনে এক্তিয়ার আহ্বানের **সাথে জড়িত একটি মামলা** ছিল, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেঃ(এস. সি. সি. অনুচ্ছেদ ১৫)

"১৫।সম্মতি সম্পর্কে একটি অনুমান করা যেতে পারে যদি শুধুমাত্র সাক্ষ্য বা সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে মামলা।"সম্মতি" কে আলোচনার সাথে যুক্তিসঙ্গত কাজ হিসাবেও উল্লেখ করা হয়।এটি অভিযোগ করা কাজটি করার অনুমতি দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির মনে একটি সক্রিয় ইচ্ছাকে বোঝায়।কাইনি রাজন বনাম কেরালা রাজ্য [কাইনি রাজন বনাম কেরালা রাজ্য, (২০১৩) ৯ এস. সি. সি ১১৩ : এই আদালতের সিদ্ধান্তে এই বোঝাপড়ার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল।(২০১৩) ৩ এসসিসি (সিআরআই) ৮৫৮:(এ. আই. আর ২০১৪ এস. সি (সাপোর্ট) ২৬১)]:(এস. সি. সি পি।১১৮, অনুচ্ছেদ ১২)

"১২.৩৭৫ ধারার উদ্দেশ্যে "সম্মতি"-র জন্য শুধুমাত্র আইনের নৈতিক মানের তাৎপর্যের জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের পরে নয়, বরং প্রতিরোধ এবং সম্মতির মধ্যে পছন্দটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার পরে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সম্মতি ছিল কি না, তা কেবল সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি যত্ন সহকারে অধ্যয়নের মাধ্যমেই নির্ধারণ করতে হবে।

১৪। বর্তমান মামলায়, অভিযোগকারীর দ্বারা অভিযুক্ত "সত্যের ভুল ধারণা" হল আবেদনকারীর তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দেয়। বিশেষত বিয়ে করার প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গে, এই আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, নির্মাতা যে বোঝাপড়া ভেঙে দেবে তার উপর দেওয়া মিথ্যা প্রতিশ্রুতি এবং সৎ বিশ্বাসে করা কিন্তু পরবর্তীকালে পূরণ না করা প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।অনুরাগ সোনি বনাম ছত্তিশগড় রাজ্যে [অনুরাগ সোনি বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য, (২০১৯) ১৩ এস. সি. সি 1:২০১৯ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ৫০৯:(এ. আই. আর ২০১৯ এস. সি ১৮৫৭)], এই আদালত রায় দিয়েছেঃ(এস. সি. সি অনুচ্ছেদ ১২)

"১২।উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির সমষ্টি ও সারমর্ম হবে যে, যদি এটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রমাণিত হয় যে, যে অভিযুক্ত বাদীপক্ষকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার শুরু থেকেই বিয়ে করার কোনও অভিপ্রায় ছিল না এবং বাদীপক্ষ অভিযুক্তের দ্বারা তাকে বিয়ে করার আশ্বাসের ভিত্তিতে যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দেয়, তবে এই ধরনের সম্মতি আইপিসি ধারা 90 অনুসারে সত্যের ভুল ধারণার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্মতি বলে বলা যেতে পারে এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে, এই ধরনের সম্মতি অপরাধীকে ক্ষমা করবে না এবং এই ধরনের অপরাধীকে আইপিসি ধারা 375 এর অধীনে সংজ্ঞায়িত ধর্ষণ করেছে বলে বলা যেতে পারে এবং আইপিসি ধারা 376 এর অধীনে অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য [দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৩) 7

এস. সি. সি. ৬৭৫ মামলায় এই আদালত অনুরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেঃ(২০১৩) ৩ এসসিসি (সিআরআই) ৬৬০:(এআইআর ২০১৩ এসসি ২০৭১)] (দীপক
গুলাটি):(এস. সি. সি পৃ. ৬৮২, অনুচ্ছেদ ২১)

"২১..... নিছক প্রতিশ্রুতি লঙঘন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে।সুতরাং, প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযুক্তের দ্বারা বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিনা তা আদালতকে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে।

১৬. যেখানে বিয়ের প্রতিশ্রুতি মিথ্যা এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় নির্মাতার উদ্দেশ্য তা মেনে চলা ছিল না, বরং মহিলাকে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হতে রাজি করানোর জন্য প্রতারণা করা ছিল, সেখানে একটি "সত্যের ভুল ধারণা" রয়েছে যা মহিলার "সম্মতি" কে কলুষিত করে।অন্যদিকে, প্রতিশ্রুতি লঙঘনকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বলা যায় না।একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রতিশ্রুতি দেওয়ার সময় তার প্রতিশ্রুতি বজায় রাখার কোনও অভিপ্রায় থাকা উচিত ছিল না।৩৭৫ ধারার অধীনে একজন মহিলার "সম্মতি" একটি "সত্যের ভুল ধারণার" ভিত্তিতে কলুষিত করা হয় যেখানে এই ধরনের ভুল ধারণা তার উক্ত কাজে জড়িত হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভিত্তি ছিল।দীপক গুলাটিতে [দীপক গুলাটি বনাম হরিয়ানা রাজ্য, (২০১৩) ৭ এস. সি. সি ৬৭৫:(২০১৩) ৩ এসসিসি (সিআরআই) ৬৬০:(এ. আই. আর ২০১৩ এস. সি ২০৭১)] এই আদালত মন্তব্য করেছেঃ(এস. সি. সি পিপি। পাতা ৬৮২-৮৪, অনুচ্ছেদ ২১ এবং ২৪)

"২১..... নিছক প্রতিশ্রুতি লঙঘন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে।সুতরাং, আদালতকে অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে যে প্রাথমিক পর্যায়ে অভিযুক্তের দ্বারা বিবাহের একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কিনা; এবং যৌন প্রবৃত্তির প্রকৃতি এবং পরিণতি সম্পূর্ণরূপে বোঝার পরে জড়িত সম্মতি দেওয়া হয়েছিল কিনা।এমন একটি মামলা থাকতে পারে যেখানে প্রসিকিউট্রিক্স অভিযুক্তের প্রতি তার ভালবাসা এবং আবেগের কারণে যৌন মিলন করতে রাজি হয়, এবং কেবল অভিযুক্তের দ্বারা তার কাছে করা ভুল উপস্থাপনার কারণে নয়, অথবা যেখানে কোনও অভিযুক্ত এমন পরিস্থিতির কারণে যা সে পূর্বাভাস দিতে পারেনি, বা যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তা করার সমস্ত অভিপ্রায় থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে অক্ষম ছিল।এই ধরনের মামলাগুলিকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা উচিত।

* * *

২৪.অতএব, এটা স্পষ্ট যে প্রাসঙ্গিক সময়ে এটা দেখানোর জন্য অবশ্যই পর্যাপ্ত সাক্ষ্য থাকতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে, অভিযুক্তের কোনও অভিপ্রায় ছিল না, ভুক্তভোগীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি রাখার।অবশ্যই এমন পরিস্থিতি থাকতে পারে, যখন সর্বোত্তম উদ্দেশ্য থাকা কোনও ব্যক্তি বিভিন্ন অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে ভুক্তভোগীকে বিয়ে করতে অক্ষম হয়।"উপলব্ধ প্রমাণ থেকে খুব স্পষ্ট নয় এমন কারণগুলির কারণে,

ভবিষ্যতের অনিশ্চিত তারিখের সাথে সম্পর্কিত একটি প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থতা সবসময় সত্য সম্পর্কে ভুল ধারণা নয়।"সত্যের ভুল ধারণা" শব্দটির অর্থের মধ্যে আসার জন্য, সত্যটির অবশ্যই একটি তাৎক্ষণিক প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হবে।আইপিসি-র ৯০ ধারাকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে সাহায্যের জন্য ডাকা যাবে না, কোনও মেয়ের কাজকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করার জন্য এবং অন্যদিকে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা জোরদার করার জন্য, [দুটি তারকাচিহ্নগুলির মধ্যবর্তী বিষয়টিকে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে।]যদি না আদালতকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয় যে শুরু থেকেই অভিযুক্ত কখনই তাকে বিয়ে করতে চায়নি [দুটি তারকাচিহ্নগুলির মধ্যবর্তী বিষয়টিকে মূলত জোর দেওয়া হয়েছে।]".

(জোর সরবরাহকৃত)

১৮টি। উপরের মামলাগুলি থেকে উদ্ভূত আইনি অবস্থানের সংক্ষিপ্তসারের জন্য, ৩৭৫ ধারার ক্ষেত্রে একজন মহিলার "সম্মতি" অবশ্যই প্রস্তাবিত আইনের প্রতি একটি সক্রিয় এবং যুক্তিসঙ্গত আলোচনার সাথে জড়িত।বিবাহের প্রতিশ্রুতি থেকে উদ্ভূত "সত্যের ভুল ধারণা" দ্বারা "সম্মতি" কলুষিত হয়েছিল কিনা তা প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি প্রস্তাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।বিবাহের প্রতিশ্রুতি অবশ্যই একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছিল, যা খারাপ বিশ্বাসে দেওয়া হয়েছিল এবং এটি দেওয়ার সময় মেনে চলার কোনও অভিপ্রায় ছিল না।মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নিজেই অবিলম্বে প্রাসঙ্গিক হতে হবে, বা যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত হওয়ার মহিলার সিদ্ধান্তের সাথে সরাসরি যোগসূত্র বহন করতে হবে।

উদয় বনাম কর্ণাটক রাজ্যে (২০০৩) ৪ এস. সি. সি ৪৬-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ. আই. **আর ২০০৩ এস. সি** ১৬৩৯), প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

"১৬কলকাতা হাইকোর্টও ধারাবাহিকভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে যে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত তারিখে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে ব্যর্থ হওয়া সর্বদা সত্য সম্পর্কে ভুল ধারণার সমান নয়। আইনের সূচনা শুরুতেই সত্যের ভুল ধারণার অর্থের মধ্যে আসার জন্য, সত্যটির অবশ্যই একটি তাৎক্ষণিক প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হবে।জয়ন্তীতে রানী পান্ডা বনাম ডব্লিউবি স্টেট [১৯৮৪ Cri LJ ১৫৩৫ (CAL):(১৯৮৩) ২ সিএইচএন ২৯০ (ক্যাল)] ঘটনাগুলি কিছুটা একই রকম ছিল।অভিযুক্ত স্থানীয় গ্রামের স্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং বাদী পক্ষের বাড়িতে যেতেন।একদিন প্রসিকিউট্রিক্স-এর বাবা-মায়ের অনুপস্থিতিতে সে তার প্রতি তার ভালবাসা এবং তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রসিকিউট্রিক্সও ইচ্ছুক ছিলেন এবং অভিযুক্ত তার বাবা-মায়ের সম্মতি পেলে তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে প্রসিকিউট্রিক্স অভিযুক্তের সাথে সহবাস শুরু করে এবং এটি বেশ কয়েক মাস ধরে চলতে থাকে যার মধ্যে অভিযুক্ত তার সাথে বেশ কয়েকটি রাত কাটিয়েছিল। অবশেষে যখন সে গর্ভধারণ করে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে সম্পন্ন করার জন্য জোর দেয়, তখন অভিযুক্ত গর্ভপাতের পরামর্শ দেয় এবং পরে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। যেহেতু প্রস্তাবটি বাদী পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল

না, তাই অভিযুক্ত প্রতিশ্রুতিটি প্রত্যাখ্যান করে এবং তার বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। কলিকাতা হাইকোর্টের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৯০ ধারার বিধানগুলি লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেঃ(সিআরআই এলজে পৃ. ১৫৩৮, অনুচ্ছেদ ৭)

"সাক্ষ্য খুব স্পষ্ট না হওয়ার কারণে ভবিষ্যতের অনিশ্চিত তারিখে প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হওয়া সবসময় আইনের সূচনাতেই সত্যের ভুল ধারণার সমান নয়।সত্যের ভুল ধারণার অর্থের মধ্যে আসার জন্য, সত্যটির অবশ্যই একটি তাৎক্ষণিক প্রাসঙ্গিকতা থাকতে হবে।বিষয়টি ভিন্ন হতে পারত যদি সম্মতিটি এমন একটি বিশ্বাস তৈরি করে নেওয়া হত যে তারা ইতিমধ্যে বিবাহিত।এই ধরনের ক্ষেত্রে সম্মতিটি সত্যের ভুল ধারণার ফল বলে মনে করা যেতে পারে।কিন্তু এখানে অভিযোগ করা সত্যটি হল বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি যা আমরা জানি না কখন।যদি কোনও পূর্ণবয়স্ক মেয়ে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যৌন সম্পর্কে সম্মত হয় এবং গর্ভবতী না হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে তবে এটি তার পক্ষ থেকে সঙ্গমের কাজ এবং সত্যের ভুল ধারণার দ্বারা প্ররোচিত কোনও কাজ নয়।মেয়েটির কাজকে ক্ষমা করার জন্য এবং অন্যদিকে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা জোরদার করার জন্য আইপিসি-র ৯০ ধারার সহায়তা নেওয়া যাবে না, যদি না আদালতকে আশ্বস্ত করা যায় যে শুরু থেকেই অভিযুক্ত কখনই তাকে বিয়ে করতে চায়নি।

২২। অতএব দেখা যায় যে বিচার বিভাগীয় মতামতের ঐকমত্য এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে যে প্রসিকিউট্রিক্স দ্বারা এমন কোনও ব্যক্তির সাথে যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দেওয়া হয়েছে যার সাথে সে গভীরভাবে প্রেমে পড়েছে এই প্রতিশ্রুতিতে যে সে তাকে পরবর্তী তারিখে বিয়ে করবে, এটিকে সত্যের ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছে বলে বলা যায় না।একটি মিথ্যা প্রতিশ্রুতি কোডের অর্থের মধ্যে একটি সত্য নয়।আমরা এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একমত হতে আগ্রহী, তবে আমাদের অবশ্যই যোগ করতে হবে যে প্রসিকিউট্রিক্স দ্বারা যৌন মিলনের জন্য দেওয়া সম্মতি স্বেচ্ছামূলক কিনা, বা এটি সত্যের ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য কোনও ধরাবাঁধা সূত্র নেই। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, আদালতের দ্বারা নির্ধারিত পরীক্ষাগুলি সম্মতির প্রশ্ন বিবেচনা করার সময় বিচারিক মনকে সর্বোত্তম দিকনির্দেশনা প্রদান করে, তবে আদালতকে, প্রতিটি ক্ষেত্রে, একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে, তার সামনের প্রমাণ এবং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করতে হবে। , কারণ প্রতিটি মামলার নিজস্ব অদ্ভুত তথ্য রয়েছে যা এই প্রশ্নের উপর প্রভাব ফেলতে পারে যে সম্মতিটি স্বেচ্ছায় ছিল কিনা বা সত্যের ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছিল।অপরাধের প্রতিটি উপাদান প্রমাণ করার ভার সরকার পক্ষের উপর রয়েছে, সম্মতির অনুপস্থিতি এর মধ্যে একটি, এই বিষয়টি মাথায় রেখে এটিকে অবশ্যই প্রমাণের মূল্যায়ন করতে হবে।

২৫। এই মামলায় প্রসিকিউশনের সামনে আরও একটি সমস্যা রয়েছে।এই ধরনের ক্ষেত্রে আইপিসি-র ৯০ ধারা প্রয়োগের জন্য দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। প্রথমত, এটি অবশ্যই দেখাতে হবে যে সম্মতিটি সত্যের ভুল ধারণার অধীনে দেওয়া হয়েছিল।দ্বিতীয়ত, এটা প্রমাণ করতে হবে যে, যে ব্যক্তি সম্মতি পেয়েছিলেন তিনি জানতেন বা বিশ্বাস করার কারণ ছিল যে এই ধরনের ভুল ধারণার ফলস্বরূপ সম্মতি দেওয়া হয়েছিল।আমাদের গুরুতর সন্দেহ রয়েছে যে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি বাদীকে আপিলকারীর সাথে যৌন মিলনের জন্য সম্মতি দিতে প্ররোচিত করেছিল.....

"ডঃ ধ্রুবরম মুরলিধর সোনার বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য এবং অন্যান্য। (২০১৯) ১৮ এস. সি. সি ১৯১-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর **২০১৯ এস. সি. ৩২৭),** সুপ্রিম কোর্ট নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেঃ

"১৭.সুতরাং, ধারা 90 যদিও "সম্মতি" সংজ্ঞায়িত করে না, তবে যা "সম্মতি" নয় তা বর্ণনা করে।সম্মতি প্রকাশ বা অন্তর্নিহিত, জোরপূর্বক বা বিপথগামী, স্বেচ্ছায় বা প্রতারণার মাধ্যমে প্রাপ্ত হতে পারে।অভিযোগকারী যদি সত্যের ভুল ধারণার অধীনে সম্মতি দেন, তবে তা কলুষিত করা হয়। ৩৭৫ ধারার উদ্দেশ্যে সম্মতির জন্য শুধুমাত্র আইনের তাৎপর্য ও নৈতিক গুণমান সম্পর্কে জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের পরে নয়, বরং প্রতিরোধ ও সম্মতির মধ্যে পছন্দটি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করার পরেও স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ প্রয়োজন।কোনও সম্মতি ছিল কি না তা কেবল সমস্ত প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি যত্ন সহকারে অধ্যয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হবে।

23. সুতরাং, ধর্ষণ এবং সম্মতিসূচক যৌনতার মধ্যে একটি স্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে।এই জাতীয় ক্ষেত্রে আদালতকে অবশ্যই খুব যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে হবে যে অভিযোগকারী আসলে ভুক্তভোগীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন নাকি তার খারাপ উদ্দেশ্য ছিল এবং কেবল তার কামকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই বিষয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কারণ পরেরটি প্রতারণা বা প্রতারণার আওতায় পড়ে।নিছক প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি পূরণ না করার মধ্যেও একটি পার্থক্য রয়েছে।অভিযুক্ত যদি বাদীকে যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্ররোচিত করার একমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিশ্রুতি না দেয়, তবে এই ধরনের কাজ ধর্ষণ হিসাবে গণ্য হবে না।এমন একটি মামলা থাকতে পারে যেখানে প্রসিকিউট্রিক্স অভিযুক্তের প্রতি তার ভালবাসা এবং আবেগের কারণে যৌন মিলন করতে রাজি হয় এবং কেবল অভিযুক্তের দ্বারা সৃষ্ট ভুল ধারণার কারণে নয়, অথবা যেখানে কোনও অভিযুক্ত, এমন পরিস্থিতির কারণে যা সে অনুমান করতে পারেনি বা যা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তা করার সমস্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে বিয়ে করতে অক্ষম ছিল।এই ধরনের মামলাগুলিকে ভিন্নভাবে বিবেচনা করা উচিত।যদি অভিযোগকারীর কোনও খারাপ উদ্দেশ্য থাকে এবং যদি তার গোপন উদ্দেশ্য থাকে তবে এটি ধর্ষণের একটি সুস্পষ্ট ঘটনা।উভয় পক্ষের মধ্যে স্বীকৃত

সম্মতিসূচক শারীরিক সম্পর্ক আইপিসি-র 376 ধারার অধীনে অপরাধ হবে না।

24. তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, এটি একটি স্বীকৃত অবস্থান যে আবেদনকারী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মেডিকেল অফিসার হিসাবে কাজ করছিলেন এবং অভিযোগকারী একই স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সহকারী নার্স হিসাবে কাজ করছিলেন এবং তিনি একজন বিধবা।তাঁর অভিযোগ ছিল যে আবেদনকারী তাঁকে জানিয়েছিলেন যে তিনি একজন বিবাহিত পুরুষ এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ রয়েছে।স্বীকার করা যায়, তারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।এটিও অভিযোগ করা হয়েছে যে অভিযুক্ত/আপিলকারীর তাদের বিবাহ নিবন্ধিত করার জন্য এক মাসের সময় প্রয়োজন ছিল।অভিযোগকারী আরও বলেছেন যে তিনি আবেদনকারীর প্রেমে পড়েছিলেন এবং তিনি বিধবা হওয়ায় তাঁর একজন সহচরের প্রয়োজন ছিল।তিনি বিশেষভাবে বলেছেন যে "যেহেতু আমিও একজন বিধবা ছিলাম এবং আমারও একজন সঙ্গীর প্রয়োজন ছিল, তাই আমি তার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম এবং তারপর থেকে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং সেই অনুযায়ী আমরা একসাথে থাকতে শুরু করি।আমরা কখনও আমার বাড়িতে থাকতাম, কখনও তার বাড়িতে।তাই, তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন, কখনও তাঁর বাড়িতে এবং কখনও আবেদনকারীর বাড়িতে।বেশ কিছুদিন ধরে তাঁরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন এবং একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন।এটাও স্পষ্ট যে, তাঁরা বেশ কিছুদিন ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন।যখন তিনি জানতে পারেন যে আবেদনকারী অন্য কোনও মহিলাকে বিয়ে করেছেন, তখন তিনি অভিযোগ দায়ের করেন।এটি তার মামলা নয় যে অভিযোগকারী তাকে জোর করে ধর্ষণ করেছে।যা ঘটেছিল সেগুলিতে সক্রিয়ভাবে মন প্রয়োগ করার পরে তিনি একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।এটি কোনও মনস্তাত্ত্বিক চাপের মুখে নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণের ঘটনা নয় এবং একটি নীরব সম্মতি ছিল এবং তার দ্বারা প্রদত্ত নীরব সম্মতি তার মনে তৈরি কোনও ভুল ধারণার ফল ছিল না।আমাদের অভিমত হল যে, যদিও অভিযোগে করা অভিযোগগুলি তাদের আপাতঃ মূল্যে নেওয়া হয় এবং সেগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হয়, তবুও তারা আপিলকারীর বিরুদ্ধে মামলা তৈরি করে না।যেহেতু অভিযোগকারী প্রাথমিকভাবে ধর্ষণের ঘটনা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই ৩৭৬ (২) (বি) ধারায় দায়ের করা অভিযোগকে টিকিয়ে রাখা যাবে না।

মহেশ্বর তিগ্গা বনাম ঝাড়খণ্ড রাজ্যে (২০২০) ১০এস. সি. সি ১০৮-এ রিপোর্ট করা হয়েছেঃ(এ. আই. আর **২০২০ এস. সি ৪৫৩৫),** অনুচ্ছেদ ১৮ এবং ২০ নিম্নরূপ ধরে রাখতে পেরে খুশি হয়েছিলঃ

"১৮.আমরা বর্তমান মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনা করে বিবেচনা করেছি এবং বিবেচনা করে মনে করি যে আবেদনকারী কোনও মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিবাহের ভুল উপস্থাপনা করেননি যার ফলে পক্ষগুলির মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।প্রসিকিউট্রিক্স নিজেই বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে তাদের

সম্পর্কের বাধাগুলি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।সামাজিক বাধাগুলি অতিক্রম করা হবে এই দৃঢ় বিশ্বাসে একটি বাগদান অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তবে দুর্ভাগ্যবশত বিবাহটি গির্জায় বা মন্দিরে অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে মতপার্থক্যও দেখা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়।উপলব্ধ প্রমাণের উপর নির্ভর করা সম্ভব নয় যে আবেদনকারী শুরু থেকেই প্রসিকিউট্রিক্সকে বিয়ে করার ইচ্ছা পোষণ করেননি এবং কেবল তার সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রতারণামূলকভাবে ভুল উপস্থাপনা করেছিলেন।প্রসিকিউট্রিক্স তার চিঠিতে স্বীকার করেছেন যে আপিলকারীর পরিবার সবসময় তার প্রতি খুব সদয় ছিল।

২০. আমাদের এই উপসংহারে আসতে কোনও দ্বিধা নেই যে, বাদী পক্ষের সম্মতি ছিল একটি সচেতন ও সুচিন্তিত পছন্দ, যা একটি অনিচ্ছাকৃত পদক্ষেপ বা অস্বীকার থেকে আলাদা এবং কোন সুযোগটি তার জন্য উপলব্ধ ছিল, কারণ আবেদনকারীর প্রতি তার গভীর ভালবাসার কারণে তাকে স্বেচ্ছায় তার দেহের সাথে স্বাধীনতা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা স্বাভাবিক মানব আচরণ অনুসারে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য অনুমোদিত যার সাথে একজন গভীরভাবে প্রেমে রয়েছে।উদয় [উদয় বনাম কর্ণাটক রাজ্য, (২০০৩) ৪ SCC ৪৬ : এ বিষয়ে পর্যবেক্ষণ২০০৩ এস. সি. সি (সি. আর. আই) ৭৭৫:(এ. আই. আর ২০০৩ এস. **সি. ১৬৩৯)] প্রাসঙ্গিক বলে** বিবেচিত হয়।

ঃ(এস. সি. সি. পৃ. ৫৮, অনুচ্ছেদ ২৫)

"২৫..... এটি সাধারণত এমন ক্ষেত্রে ঘটে, যখন দুই যুবক যুবতী প্রেমে পাগল হয়, তারা একে অপরকে বেশ কয়েকবার প্রতিশ্রুতি দেয় যে যাই হোক না কেন, তারা বিয়ে করবে।প্রসিকিউট্রিক্স যেমন বলেছেন, আপিলকারীও একাধিক অনুষ্ঠানে এই ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতিটি সমস্ত তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে, বিশেষত যখন তারা আবেগ এবং আবেগ দ্বারা পরাস্ত হয় এবং এমন পরিস্থিতি ও পরিস্থিতিতে নিজেকে খুঁজে পায় যেখানে তারা একটি দুর্বল মুহূর্তে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের প্রলোভনের কাছে নতিস্বীকার করে।এই ক্ষেত্রেও এটি ঘটেছে বলে মনে হয়, এবং প্রসিকিউট্রিক্স স্বেচ্ছায় আপিলকারীর সাথে যৌন মিলনে সম্মতি দিয়েছিলেন যার সাথে তিনি গভীর প্রেমে পড়েছিলেন, কারণ তিনি তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন না, বরং তিনিও এটি চান বলে।এই পরিস্থিতিতে আপীলকারীর জ্ঞানের উপর অনুমান করা খুব কঠিন হবে যে প্রসিকিউট্রিক্স তার প্রতিশ্রুতি থেকে উদ্ভূত সত্যের ভুল ধারণার ফলে সম্মতি দিয়েছেন।যেকোনো ঘটনাতেই, আপীলকারীর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না প্রসিকিউট্রিক্সের মনে কী ছিল যখন তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন, কারণ তার সম্মতির একাধিক কারণ ছিল।

৮. উপরোক্ত রায়ের উপর নির্ভর করে মাননীয় সুপ্রিম কোর্টও সোনু বনাম ইউপি রাজ্য, ২০২১ SCC অনলাইন SC ১৮১-এ অনুরূপ অনুসন্ধানে পৌঁছেছে:(এ. আই. আর. এন.

লাইন ২০২১ এ. এল. এল **২২১১) এবং শম্ভু** খারওয়ার বনাম U.P. রাজ্য, ২০২২ এস. সি. সি অনলাইন এস. সি ১০৩২ :(এ. আই. আর **২০২২ এস. সি** ৩৯০১)।

অভিযোগকারী এবং সরকার পক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্যের কথা বিবেচনা করে, যাঁরা অভিযোগকারীর সঙ্গে অভিযুক্তের সম্পর্ক সম্বন্ধ অবগত ছিলেন, বিশেষ করে অভিযোগকারী নিজে একটি হোটেলে গিয়েছিলেন এবং শারীরিক সম্পর্কের পরেই বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়টি উঠে আসে, আমি মনে করি যে এখানে উপরে বর্ণিত নীতিগুলি বর্তমান মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য।এইভাবে হারোয়া থানায় ৩১.১২.২০২০ তারিখের হারোয়া থানার মামলা নং ৪৬৭/২০ এর পরবর্তী ধারাবাহিকতা এবং এতে দাখিল করা চার্জশিট সহ পরবর্তী কার্যধারায় হস্তক্ষেপের প্রয়োজন আছে।

তদনুসারে, ৩১.১২.২০২০ তারিখের হারোয়া থানার মামলা নং ৪৬৭/২০ এবং এখতিয়ার আদালতে দাখিল করা চার্জশিট, এইভাবে বাতিল করা হয়েছে৷

ফলস্বরূপ, সিআরআর নং। ২০২১ সালের ১১২০ অনুমোদিত।

বকেয়া আবেদনগুলি, যদি থাকে, ফলস্বরূপ নিষ্পত্তি করা হয়।অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ, যদি থাকে, এর মাধ্যমে চুড়ান্ত করা হয়।

কেস ডায়েরি সরকার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট উকিলের কাছে ফেরত দেওয়া হল।

সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই রায়ের সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করবে।

এই রায়ের জরুরি জেরক্স প্রত্যয়িত ফটোকপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

আবেদন অনুমোদিত

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.